**নারী ও শিশুর প্রতি অনলাইন ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ প্লাটফর্ম**

**ধারণা পত্র**

**ভূমিকা:**

বাংলাদেশ যেহেতু ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ইন্টারনেট এর ব্যবহার এখন শহর এবং প্রান্তিক পর্যায়ে মানুষের মাঝে পৌঁছে গেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ডিজিটাল অধিকার সুরক্ষা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। অনেক নারী ও শিশুরা অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হয় কিন্তু তার প্রতিরোধে বা প্রতিকারে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করে না।

অনেক সংগঠন অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় বিভিন্ন ধরনের সহায়তায় প্রদান করে। এ ধরনের সংগঠনগুলোর কাজের মধ্যে সমন্বয় এর জন্য একটি উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরী প্রয়োজন যেখানে অনলাইন ভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় যোগদানকারী সকল সদস্য একসাথে কাজ করবে।

**রূপকল্প (Vision):** নারী ও শিশুর জন্য নিরাপদ অনলাইন জগৎ

**অভিলক্ষ্য (Mission):** জনসচেতনতা, আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি অনলাইনভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রতিকার।

***কার্যক্রম:***

১. ন্যায়বিচার নিশ্চিতে ডিজিটাল অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীকে আইনগত সহায়তা প্রদান, অংশীজনদের পারস্পরিক রেফারেল ব্যবস্থা চালু করা।

২. সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালাসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন এবং সংশোধন অথবা পরিমার্জনে অ্যাডভোকেসি করা।

৩. দেশের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে নারী ও শিশুসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে অনলাইনভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষায় প্রচারকাজ চালানো।

৪. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিজ নিজ দক্ষতা অনুসারে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা, প্রযুক্তি, তথ্য ও দক্ষতা বিনিময়সহ বিভিন্নভাবে প্ল্যাটর্ফম সদস্যরা পরস্পরকে সহযোগিতা করা।

৫. প্লাটফর্মের সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সহিংসতা বিষয়ক তথ্য, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা এবং প্লাটফর্ম সদস্যদের সঙ্গে বিনিময়।

**প্রেক্ষাপট:**

সাম্প্রতিক সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ৫২.৫৮ মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে যা আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১.৫%।[[1]](#footnote-1) উপরন্তু ৫৫.৮৯% মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং তাদের বেশিরভাগই স্মার্টফোন ব্যবহার করে[[2]](#footnote-2)। ২০২৫ সালের মধ্যে আমাদের দেশে স্মার্টফোন ব্যবহারের শতাংশ ৬৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে[[3]](#footnote-3) এবং সেই সাথে মানুষের ডিজিটাল অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বাড়বে। প্রতিবেদন সমুহে আরো দেখা যায় যে, ৬৩.৫১% নারীরা অনলাইন হয়রানির সম্মুখীন হন [[4]](#footnote-4) এবং ৮৮% এর বেশি নারীরা এর বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেয় না কারণ অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা নেই।[[5]](#footnote-5)

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ব্লাস্ট এর আয়োজনে নারীর ও শিশুর প্রতি অনলাইন ভিত্তিক সহিংসতার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সভায় অংশগ্রহনকারীদের সর্বসম্মতিতে ডিজিটাল অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে এমন সমস্ত সংগঠন এর সমন্বয়ে **‘নারী ও শিশুর প্রতি অনলাইন ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ’** নামে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়েছে।

**প্ল্যাটফর্ম এর সদস্যবৃন্দ:**

নারীর ও শিশুর প্রতি ডিজিটাল বা অনলাইন ভিত্তিক সহিংসতার প্রতিরোধ ও সুরক্ষায় কাজ করছে এমন ব্যাক্তি বা সংগঠনসমুহের প্রতিনিধি। তারা স্ব স্ব সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করবেন।

**ফলাফল:**

রেফারেল ব্যবস্থা, আইনের সঠিক বাস্তবায়ন এবং এডভোকেসির মাধ্যমে অনলাইন ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

1. DIGITAL 2022: BANGLADESH, <https://datareportal.com/reports/digital-2022-bangladesh#:~:text=There%20were%2052.58%20million%20internet,at%20the%20start%20of%202022> [↑](#footnote-ref-1)
2. Dhaka Tribune, “Census 2022: 55.89% of Bangladeshis use mobile phones” (2022), <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2022/07/27/census-2022-5589-of-bangladeshis-use-mobile-phones> > [↑](#footnote-ref-2)
3. Halima Binte Islam, “Smartphone users will grow to 63% by 2025: Report” (2022), <https://www.tbsnews.net/tech/smartphone-users-will-grow-63-2025-report-455654> [↑](#footnote-ref-3)
4. Actionaid, Research Findings: Online Violence Against Women in Bangladesh, <https://www.actionaidbd.org/storage/app/media//Research%20Findings\_Online%20Violence%20Against%20Women.pdf> Accessed on 12th January 2023 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmudul Hasan, “আইনি পদক্ষেপ নেন না ৮৮% ভুক্তভোগী” (2022), <https://www.prothomalo.com/bangladesh/6fd5i4uux7> [↑](#footnote-ref-5)